**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**আইন কমিশনের কার্যালয়**
**পুরাতন হাইকোর্ট ভবন**
**ঢাকা- ১০০০।**

**আইন কমিশন আইন এর ধারা ৬ (ঞ) এর অধীনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্মারক নং ৪৫১/ আইন মতামত-৮-৮১/৯৯ তারিখঃ ০১/১১/৯৯ ইং মূলে "অপরাধ দমনে ব্রিটিশ আমলের ফৌজদারী মামলার বিচার রীতিনীতির মূল উৎপাটন করতঃ যুগের চাহিদা পূরণের নতুন ব্যবস্থা চালু করা সংক্রান্ত বিষয়ে" এ্যাডভোকেট জনাব সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক প্রেরিত পরামর্শসমূহ পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করিয়া তৎবিষয়ে নিম্নবর্ণিত মতামত প্রদান করে।**

১। এ্যাডভোকেট জনাব সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অপরাধ প্রমানের দায়িত্ব এককভাবে বাদীপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকায় এবং আসামীপক্ষের কোন কিছু প্রমানের দায়িত্ব না থাকায় মোকদ্দমায় অপরাধ প্রমানিত হয় না বিধায় তিনি প্রমানের উক্ত দায়িত্ব বাদীপক্ষ ও আসামীপক্ষের মধ্যে বিভক্ত করিবার অনুকূলে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন "ইঁৎফবহ ড়ৎ ড়হঁং ড়ভ ঢ়ৎড়ড়ভ রহ ঈৎরসরহধষ ঈধংবং ংযড়ঁষফ নব ফরারফবফ অর্থাৎ বাদী তাহার মামলা প্রমানের জন্য তাহার উপর ন্যস্ত ড়হঁং (দায়িত্ব) পালন করিবে এবং আসামীপক্ষ তাহাদের ওহহড়পবহপব অর্থাৎ তাহারা যে নির্দোষ তাহা প্রমান করিতে হইবে।" কমনওয়েলথভূক্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের বর্তমান ফৌজদারী বিচার পদ্ধতি অনুসারে ফৌজদারী মোকদ্দমা প্রমানের দায়িত্ব অভিযোগ আনয়নকারীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ফৌজদারী অভিযোগ যিনি দায়ের করেন, রাষ্ট্র বা ব্যক্তি, স্বাভাবিকভাবেই তিনি উহা প্রমান করিবার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন। সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা ঘটনা প্রমান বা অপ্রমান করা সম্ভব কিন্তু ঘটনার অস্তিত্বই যিনি স্বীকার করেন না তাহার পক্ষে উহা প্রমাণ করা প্রকৃতই দুঃসাধ্য। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার এই প্রমাণ পদ্ধতির দার্শনিক ভিত্তি হইল মানব-বিষয়ে নিস্□াপতার অনুমান। অপরাধ প্রমানের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ নিরপরাধ মর্মে বিচারিকভাবে অনুমান করা হয়। সেই কারণে ফৌজদারী মোকদ্দমার অভিযুক্তকে তাহার বির□দ্ধে আনীত অভিযোগ, এমনকি প্রাথমিকভাবে, প্রমানের পূর্বেই তাহাকে তাহার নির্দোষিতা প্রমানের দায় অর্পন করা যায় না। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঈড়াবহধহঃ ড়হ ঈরারষ ধহফ চড়ষরঃরপধষ জরমযঃং এর চধৎঃ ওওও, অৎঃরপষব ১৪(২) এ পুর্বোক্ত অবস্থানকে নিম্নোক্তভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে- "ঊাবৎুড়হব পযধৎমবফ রিঃয ধ ঈৎরসরহধষ ঙভভবহপব ংযধষষ যধাব ঃযব ৎরমযঃ ঃড় নব ঢ়ৎবংঁসবফ রহহড়পবহঃঁহঃরষষ ঢ়ৎড়াবফ মঁরষঃু ধপপড়ৎফরহম ঃড় ষধ." বাংলাদেশ উক্ত সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ না হইলেও উক্ত সনদের সহিত সংগতিপূর্ন ও সুদীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি অবলুপ্তকরণ জাতীয় ও আনর্জাতিক সুশীল সমাজের অকারণ সমালোচনার কারণ হইবে। সর্বোপরি, অপরাধ তদন্তকরী কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের সঠিকতা, নির্ভূলতা ও সততার প্রতি যেইর□প প্রগাঢ় আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতা থাকিলে ফৌজদারী মোকদ্দমার অভিযুক্তের প্রতি প্রমানের আংশিক দায় অর্পনের প্রশ্ন বিবেচনা করা যাইত, আমাদের অপরাধ তদন্ত কর্তৃপক্ষ এখনও সেইর□প আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হন নাই। ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রমাণের দায় সাধারণভাবে প্রসিকিউশনের উপর ন্যস্ত থাকিলেও উহা সকল ক্ষেত্রেই অনড় নহে। মোকদ্দমার চরিত্র ও ঘটনাসমুহের বিন্যাসের প্রেক্ষিতে প্রসিকিউশন কর্তৃক

একটি ঘটনা প্রমাণিত হইলে আদালত তৎভিত্তিতে অপর একটি ঘটনা বিচারিক অনুমানে গ্রহণ করিতে পারে, এবং সেইক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা অপ্রমানের দায় অভিযুক্তের উপর ন্যস্ত হয়।

**এমতাবস্থায়, আইন কমিশন এই অভিমত পোষণ করে যে, বাংলাদেশের আর্থ-সমাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অপরাধ প্রমাণের দায় সংক্রান্ত বর্তমান বিধানের মৌলিক পরিবর্তনের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।**

২। জনাব ইসলাম তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছেন, ''কোর্টে আনীত (কোর্ট কেইছ) মামলা মোকদ্দমাতে যদি প্রমানিত হয় যে, বাদীপক্ষ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে. সেই ক্ষেত্রে অবস্থার আলোকে বাদীপক্ষকে তাহার আনীত মোকদ্দমাতেই দন্ড দেওয়ার বিধান করা দরকার।''

১৯৬০ সনের দন্ডবিধির ১৯৩, ১৯৪ ও ১৯৫ ধারায় কোন বিচারিক কার্যক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্যদান বা সাক্ষ্য জালিয়াতির জন্য পর্যাপ্ত শাস্তিদানের বিধান রহিয়াছে। যেহেতু ''মিথ্যা সাক্ষ্যদান'' স্বয়ং একটি পৃথক বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৎবাবদ উপযুক্ত আদালত কর্তৃক কার্যকরকরণের বর্তমান বিধানই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। যেই আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দান বা সাক্ষ্য জালিয়াতি করা হয়, সেই আদালতের যেমন আদৌ ফৌজদারী এখতিয়ার না থাকিতে পারে তেমনি উক্ত আদালত একটি ফৌজদারী আদালত হইলেও ঐ মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধের জন্য আইন নির্ধারিত শাস্তিদানের এখতিয়ার উক্ত আদালতের নাও থাকিতে পারে। সর্বোপরি, যেহেতু উক্ত আদালতই মিথ্যা সাক্ষ্যদান বা সাক্ষ্য জালিয়াতি অপরাধের অভিযোগকারী সেহেতু নিরপেক্ষতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে অভিযোগকারী আদালতকেই বিচারিক আদালতের দায়িত্ব অর্পণ করা সঠিক হইবে না।

**উপরোক্ত বিবেচনায় আইন কমিশন এই অভিমত পোষণ করে যে, যেই আদালতে মিথ্যা সাক্ষদানের অপরাধ সংঘটিত হয় সেই আদালতকেই উক্ত অপরাধ বিচার করিবার এখতিয়ার প্রদানের প্রস্তাবনা গ্রহনযোগ্য নহে।**

৩। ফৌজদার মোকদ্দমার তদন্তের জন্য সেল গঠন ও তদন্ত কার্যে ই□ছাকৃত অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তার শাস্তিদানের বিধান সংক্রান্ত তাঁহার তৃতীয় প্রস্তাবের বিষয়ে আইন কমিশন অভিন্ন মত পোষণ করে।

আইন কমিশন ফৌজদারী অপরাধ তদন্ত ও বিচার বিষয়ে ১৯৯৮ সনের ১৭-১৯ নভেম্বর ঢাকায় একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠান করিয়াছিল। উক্ত কর্মশালায় ফৌজদারী মোকদ্দমার তদন্ত ও বিচার (আপীল সহ) ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হইযাছিল। উক্ত সুপারিশমালায় অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই মর্মে সুপারিশ করা হয় যে, ফৌজদারী অপরাধ তদন্তের জন্য একটি পৃথক তদন্তকরী কর্তৃপক্ষ বা অপরাধ তদন্তকারী অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক যাহার একমাত্র কাজ হইবে অপরাদ তদন্ত করা। উক্ত অপরাধ তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ বা অধিদপ্তরের তদন্তকারী কর্মকর্তাদের অনিয়ম বা দুর্নীতির বির□দ্ধেও কার্যকর ও কঠোর শৃংখলামূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়।

**এই বিষয়ে আইন কমিশন এই অভিমত পোষণ করে যে, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আইন কমিশন কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধ তদন্ত ও বিচার বিষয়ে ১৯৯৮ সনের ১৭-১৯ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রণীত সুপাসিশসমুহ বাস্তবায়ন করিলে প্রত্যাশিত সুফল লাভ নিশ্চিত হইতে পারে।**

৪। জনাব ইসলাম তাহার চতুর্থ প্রস্তাবনায় জীবন অথবা সম্□ত্তির বির□দ্ধে সংঘটিত অপরাধ প্রমানিত হইলে আসামীকে দন্ডদানের পাশাপাশি অপরাধ কর্ম দ্বারা কৃত আর্থিক ক্ষতির সম-পরিমান অর্থ দন্ড আরোপ করিয়া আদায়কৃত অর্থ ক্ষতিগ্রস্থ বা তাহার ওয়ারেশদের প্রদানের বিধান প্রণয়নের সুপারিশ করিয়াছেন।

১৮৬০ সনের দন্ডবিধি আইনে ''জরিমানা'' অন্যতম শাস্তিরূপে অন্তর্ভূক্ত আছে এবং ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ধারা ৫৪৫ এ অপরাধীর নিকট হইতে আদায়কৃত জরিমানার অর্থ অপরাধ কার্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণবাবদ প্রদানের সংস্থান আছে, যদি আদালতের বিবেচনায় অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়ানী আদালত মাধ্যমে আদায়যোগ্য হয়। অপরাধ কর্মদ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অপরাধীর নিকট হইতে আদায়কৃত জরিমানার অর্থদ্বারা ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাবনার বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ নাই। এই বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থার সংস্থানও বিদ্যমান।

**আইন কমিশন অভিমত পোষণ করে যে, এতদ্সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানাবলীর যথেষ্ট প্রয়োগ কেন হইতেছে না এবং উক্ত বিধানাবলীর মধ্যে কোন প্রকার অস্□ষ্টতা, অসঙ্গতি বা অপর্যাপ্ততা রহিয়াছে কিনা এবং অনুরূপ সমস্যা থাকিলে উক্ত বিধানাবলীর কিরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংস্কার প্রয়োজন সেই বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা যাইতে পারে।**

**৫। জনাব ইসলাম দুর্নীতির মোকদ্দমায় অভিযুক্তগণের রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে অর্জিত সম্□ত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার বিধান প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন- ''বিদ্যমান সাজার বিধান ছাড়াও আত্মসাৎকৃত টাকা আদায়ের বিধান অথবা আত্মসাৎকৃত টাকা দ্বারা নামে বেনামে অর্জিত সম্□ত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিধান করা হইলে এইরূপ অপরাধ প্রবনতা কমিতে বাধ্য''।** ঞযব ঈৎরসরহধষ খধি অসবহফসবহঃ অপঃ. ১৯৫৮ এর ধারা ৯ এর বিধান অনুসারে দুর্নীতির অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বা সম্□ত্তির অংশবিশেষ বা সম্□ূর্নর□পে বাজেয়াপ্তকরনের বিধান রহিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত না হইলে তাহার অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বা সম্□ত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায় না। আইন কমিশন এতদ্সংক্রান্ত বিদ্যমান আইসমূহ পর্যালোচনা করিয়া সরকারী দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিগণের স্বনামে বা বেনামীতে জ্ঞাত আয়ের অতিরিক্ত অর্থ বা সম্□ত্তির মালিকানা বা দখলকার থাকিবার বিষয়টিকে বেআইনী গণ্য করিয়া উক্তরূপে অর্জিত সমুদয় অর্থ বা সম্□ত্তি বাজেয়াপ্তকরনের বিধান সম্বলিত নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করিয়া একটি কর্মপত্র প্রণয়নের কার্য প্রায় চুড়ান্ত করিয়াছে।

**আইন কমিশন পূর্বোক্ত বিষয়ে এই অভিমত পোষণ করে যে, সরকারী কার্য নির্বাহী গণের বৈধ আয়ের সহিত অসঙ্গতিপূর্ন অর্থ ও সম্□ত্তির মালিকানাকে বেআইনী গণ্যে উহা সম্□ূর্নরূপে বাজেয়াপ্তকরনের বিধান সম্বলিত একটি আইন প্রণয়ন ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হইলে প্রত্যাশিত ফললাভ নিশ্চিত হইতে পারে।**